যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 2 ...

৩৬ চরের শিশুরা পাবে শিক্ষার আলো

সোহরাব হোসেন পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর তিন উপজেলার ৩৬ চরের শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা অবশেষে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। একটি এনজিও এসব চরে ইতিমধ্যে ১৬৬টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। আরো ৮৪টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। ফলে চরের প্রায় ৯ হাজার স্কুল বয়সী শিশু শিক্ষার সুযোগ পাবে।

পটুয়াখালীর বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপার ৩০টি ইউনিয়নে রয়েছে শতাধিক ছোট-বড় চর। মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এসব চরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা নেই বললেই চলে। বিশুদ্ধ খাবার পানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, স্যানিটেশন সুবিধা না থাকা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবাসহ হাজারো 'নাই'র মাঝে চলে তাদের জীবন। চরবাসীর সংগ্রামী জীবন কাছে থেকে না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন। 'জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) সম্প্রতি ওই তিন উপজেলার শতাধিক চরের মধ্যে ৪১টি চরে শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করে। পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৪১ চরের মধ্যে ৩৬টিতেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ওইসব চরের স্কুল গমনোপযোগী ৮ হাজার ৭৭৬ জন শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিশুর মধ্যে ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশু ৭ হাজার ৫৬৩ জন এবং বাকি ১ হাজার ২১৩ জন শিশুর বয়স ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে।

শিক্ষা বঞ্চিত এসব চরের শিশুদের শিক্ষিত করতে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন শুরু করে। ইতিমধ্যে সংস্থাটির উদ্যোগে ১৬৬টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন শেষ হয়েছে। স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে গলাচিপায় ৮৫টি, দশমিনায় ৩৫টি, বাউফলে ৪০টি এবং পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ৬টি। সংস্থাটি গলাচিপায় ৩০টি, দশমিনা ও বাউফলে ২৫টি করে এবং সদর উপজেলায় ৪টি। আরো ৮৪টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে বলে জাগরণী ফাউন্ডেশনের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মোঃ মাসুদুর রহমান জানান।

স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেনসিলসহ সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। দেয়া হয়েছে খেলাধুলা সামগ্রীও।

গলাচিপার চর বিশ্বাস ইউনিয়নের চর মহিউদ্দিনে স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক ডলি জানান, এ কেন্দ্রে ৪০-৪৫ জন শিশু নিয়মিত লেখাপড়া করতে আসে।

চরগঙ্গার শিক্ষিকা রাহিমা জানান, অশিক্ষিত হলেও এখানকার অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন। মাঠে কাজ না করিয়ে তারা শিশুদের এখানে পাঠাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন জানান, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক চরেই স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। উদ্যোগী লোকেরও অভাব রয়েছে। বেসরকারি সংস্থাটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করায় ওইসব চরের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাবে।